مبحث الحرف

৪ حرف ১৭ প্রকার :

(১) حروف الجر
(২) حروف مشبهة بالفعل
(৩) حروف العطف
(৪) حروف التنبيه
(৫) حروف النداء
(৬) حروف الإيجاب
(৭) حروف الزيادة
(৮) حرفا التفسير
(৯) حروف المصدر
(১০) حروف التحضيض
(১১) حروف التوقع
(১২) حرفا الاستفهام
(১৩) حروف الشرط
(১৪) حروف الردع
(১৫) تاء التانيث الساكنة
(১৬) التنوين
(১৭) نون التاكيد

(১) حروف الجر

* حروف الجر যে فعل, شبه فعل বা فعل এর অর্থ প্রদানকারী শব্দকে পরবর্তী শব্দের সাথে সংযুক্ত করার জন্য গঠিত করা হয়েছে।

* حروف الجر ১৯ টি :

(1) مِنْ : ৪টি ব্যবহার।

(ক) প্রারম্ভিক স্থান-কাল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়:

سِرْتُ من البصرة إلى الكوفة

(খ) ব্যাখ্যা প্রদান অর্থে। আর এর নিদর্শন হল, من এর স্থানে الذي ব্যবহার করা বিশুদ্ধ হওয়া।

فاجتنبوا الرجس من الاوثان

অপবিত্র প্রতিমার (পূজা) থেকে তোমরা দূরে থাকো।

(ঙ) অংশ বিশেষ বুঝানোর জন্য। এর নিয়ম হল مِن এর স্থলে بعض শব্দটিকে ব্যবহার করার বিষয়ে উপযুক্ত।

أَخَذْتُ مِن الدراهم

(ঘ) زائدة বা অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ما جاءني أحدٌ

min ahadin

হ্যাঁ-বোধক বাক্যে مِنْ অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কুফাবাসীগণ এর বিরোধিতা করেন।

قَدْ كان من مطر

Notice: حروف الزائدة কোন কিছুর সাথে متعلق হবে না।

② إِلَى

(ক) স্থান বা কালের শেষ প্রান্ত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

(খ) مَعَ অর্থে খুব কম ব্যবহৃত হয়।

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق

তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল এবং কনুইসহ হাত ধৌত কর।

③ حَتّٰى

* حَتّٰى এর প্রয়োগ إِلَى এর মতই।

(ক) إِلَى অর্থে: نِمْتُ البَارِحَةَ حتّى الصباح

আমি গতরাত ভোর পর্যন্ত নিদ্রা গিয়েছি।

(খ) حَتّٰى অধিকাংশ সময় مَعَ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَدِمَ الحَاجُّ حَتّٰى المُشَاةُ

হাজী সাহেব পদাতিকদের সাথে আগমন করেছেন।

৪ حتّى এবং إلى, এর মধ্যে পার্থক্য:

① إلى, কাল সম্পর্কের ক্ষেত্রে ثُمَّ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু حتّى ক্ষেত্রে مع অর্থে ব্যবহৃত হয়।

أكلت السمكة حتّى رأسها

② إلى, হরফটি اسم ظاهر , ضمير উভয়ের পূর্বে প্রবিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে حتّى কেবল اسم ظاهر এর পূর্বে আসে। ব্যাকরণবিদ কুফাবাসীগণ ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

③ حتّى , فعل مضارع এর পূর্বে আসে এবং তার পর أنْ উহ্য থেকে فعل مضارع-কে نصب প্রদান করে।

৪. فِيْ

ক) স্থান-কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

زَيْدٌ فِي الدَّارِ

الماء في الكوز

খ) على অর্থে খুব কম ব্যবহৃত হয়।

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

'আমি অবশ্যই খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর তোমাদেরকে শূলে চড়াবো।

غَرَّدَ الطَّائِرُ فِي الْغُصْنِ

পাখিটি ডালের উপরে বসে গান করেছে।

② البَاءُ

(ক) সংযুক্তি বা পার্শ্ব অবস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

আমি যায়েদের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করেছি।

(অর্থাৎ, আমার গমন এমন এক স্থান দিয়ে হয়েছে যা যায়েদের কাছে)

(খ) সাহায্য নেয়ার অর্থে → كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ → আমি কলম দিয়ে লিখেছি।

(গ) কারণ বর্ণনার জন্য।

إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

তোমরা গো-বৎসকে পূজারূপে গ্রহণের কারণে নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছ।

(ঘ) সঙ্গী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

خَرَجَ زَيْدٌ بِعَشِيْرَتِهِ

যায়েদ তার আত্মীয়দের নিয়ে বের হয়েছে।

(ঙ) বিনিময় অর্থে → بِعْتُ هذا بِكَذَا → আমি উহার বিনিময়ে এটি বিক্রি করেছি।

(চ) - * অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করার জন্য।

ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ

আমি যায়েদকে নিয়ে গিয়েছি।

(ছ) স্থান-কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। جَلَسْتُ بِالْمَسْجِدِ → আমি মসজিদে বসেছি।

(জ) অতিরিক্ত হিসেবে → (i) নিয়মাবলী: * نَفِي এর خبر এর মধ্যে অতিরিক্ত হিসেবে।

مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ

* প্রশ্নবোধক বাক্যেও অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

هَلْ زَيْدٌ بِقَائِمٍ

(ii) سَمَاعًا : (মনস্তুষ্ট এর ভিত্তিতে) অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়।

يُحْسِبُكَ زَيْدٌ

(তোমার জন্য) যায়েদই যথেষ্ট।

كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا۔

সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

* এছাড়া مَنْصُوْب এর স্থানেও অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

أَلْقَى بِيَدِهٖ

(সে তার হাত ছুড়েছে।

⑥ اللَّامُ (لَامٌ)

(ক) এটা কোন বস্তু অপর বস্তুর জন্য বৈশিষ্ট্য হওয়ার অর্থে / خاص অর্থে, মালিকানার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ — জিনপোষ ঘোড়ার জন্যই।

المال لِزَيْدٍ — সম্পদ যায়েদেরই।

(খ) কারণ বর্ণনার অর্থে (تعليل)

ضَرَبْتُ لِلتَّادِيْبِ

আমি তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রহার করেছি।

(গ) অতিরিক্ত হিসেবে। → رَدِفَ لَكُمْ → সে তোমাদের পেছনে (তোমাদের পশ্চাতে আছে)

(ঘ) যখন قَوْل থেকে গঠিত فعل এর সাথে ব্যবহৃত হয়, তখন عَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

و قال الذين كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا لو كان خَيْرًا ما سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ

<আর কাফিররা বলতে লাগলো মুমিনদের (সম্পর্কে) যে, যদি এ ধর্ম ভাল হতো তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতো না।>

(ঘ) বিস্ময় বিষয়ক শপথ করার ক্ষেত্রে লামযুক্ত واو অর্থে ব্যবহৃত হয়।

لِلّٰهِ لَا يَنْجُوْ مِنَ الزَّمَانِ حَذِرٌ

আল্লাহর কসম! কালের দুর্বিপাক থেকে সচেতন ব্যক্তিও রক্ষা পায় না।

(৭) رُبَّ

হরফে জার হরফ।

* এটি অল্প পরিমাণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমনভাবে كم خبرية অধিক পরিমাণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

* এটি বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত اسم ظاهر এর পূর্বে আসে।

* এমন نكرة এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় যার صفة বর্ণিত আছে। (نكرة موصوفة)

رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهُ

আমি অল্প কিছু সদয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি।

* অথবা, رُبَّ অস্পষ্ট সর্বনামের উপর ব্যবহৃত হবে, যা সর্বদা مفرد এবং مذكر। এবং نكرة منصوبة তার تمييز হবে।

رُبَّهُ رَجُلًا ، رُبَّهُ رَجُلَيْنِ ، رُبَّهُ رِجَالًا (কুফাবাসীগণ দ্বিমত করেন)

رُبَّهُ امْرَأَةً

* কোন কোন সময় رُبَّ এর সাথে ما كافّة যুক্ত হয়। তখন এর আমল বাতিল হয়ে যায়। তখন رُبَّمَا উভয়প্রকার বাক্যেই প্রবিষ্ট হয়।

رُبَّمَا قَامَ زَيْدٌ

رُبَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ

Note → رُبَّ-র মুতাআল্লিক ফে'ল অপ্রকাশ্য থাকে। কেননা, এটি নিশ্চিতভাবে অল্প পরিমাণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এ অর্থে ماضى হওয়া ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হাসিল করা যায় না।

* رُبَّ যে فعل এর সাথে متعلّق হয় তা বিলুপ্ত করার নিয়ম, হয় অধিকাংশ সময়।

যেমন → কারো هل لَقِيْتَ مَن اَكْرَمَكَ - এ প্রশ্নের উত্তরে যেমন বলা যে →
(যে তোমাকে সম্মান করেছে তুমি কি তার সাক্ষাৎ পেয়েছ ?)

رُبَّ رَجُلٍ اَكْرَمَنِيْ
(অনেক) লোক আমাকে সম্মান করেছে।

এখানে لَقِيْتُهُ উহ্য রয়েছে, আর اَكْرَمَنِيْ বাক্যটি رجل এর صفة হয়েছে।

⑧ واو رُبَّ

* এমন واو যার দ্বারা বাক্য শুরু করা হয় (رُبَّ অর্থে)। এর নাম واو رُبَّ *

* এটি সর্বদা اسم ظاهر এর পূর্বে আসে যা نكرة موصوفة হয়, আর এর متعلّق টি فعل ماضي এর সীগাহ হয় এবং অধিকাংশ উহ্য থাকে।

وَ بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا اَنِيْسٌ * اِلَّا الْيَعَافِيْرُ وَ اِلَّا الْعِيْسُ

আমি এমন কিছু শহর ভ্রমণ করেছি, যার মধ্যে সাদা উট ও মাটির রং এর হরিণ ব্যতীত কোন বন্ধু নেই।

⑨ وَاوُ الْقَسَمِ

* এটি اسم ظاهر এর সাথে নির্ধারিত।

وَاللّٰهِ وَالرَّحْمٰنِ لَاَضْرِبَنَّ

আল্লাহর শপথ, পরম করুণাময়ের শপথ আমি অবশ্যই প্রহার করব।

⟹ وَكَ (তোমার শপথ) বলা যাবে না।

تاء القسم (১০)

* শুধুমাত্র 'আল্লাহ' শব্দের সাথে নির্দিষ্ট।

تَاللّٰه

অর্থ: আল্লাহর কসম।

সুতরাং تالرحمن বলা যায় না।

* আরবদের উক্তি- تَرَبِّ الْكَعْبَةِ এই কথার প্রচলন নিতান্তই অপ্রতুল।

باء القسم (১১)

* اسم ظاهر ও ضمير উভয়ের উপর দাখিল হয়।

بِاللّٰه — بالرحمن — بِكَ

অর্থ: আল্লাহর শপথ। — তোমার শপথ।

Note:

* আর শপথের জন্য ব্যবহৃত جواب قسم জবাবে কসম, جواب قسم , جملة হয়। যাকে مُقْسَم عليها বলা হয়।

বিধান: (i) জবাবে قسم جواب যদি হ্যাঁ-বাচক হয়, তবে جملة اسمية হোক বা فعلية হোক, তার উপর একটি لام تاكيد যুক্ত হবে।

وَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ — واللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا

واللّٰهِ ان زيدا لقائمٌ

(ii) আর যদি না-বাচক হয়, তবে لا ও ما প্রবিষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক।

واللّٰه ما زيدٌ قائمٌ — واللّٰهِ لا يَقُوْمُ زَيْدٌ

↓ جملة اسمية — ↓ جملة فعلية

Note:

* কখনো সংশয় দূর হয়ে যাবার কারণে না- বাচক বর্ণকে বিলুপ্ত করতে হয়।

تَاللّٰهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ

আল্লাহর শপথ! আপনি হযরত ইউসুফ (আঃ) এর স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন (না)।

* যদি جواب قسم এর অর্থে প্রকাশক কোন শব্দ বা বাক্য পূর্বে উল্লেখ থাকে, তবে قسم এর পর جواب قسم উহ্য রাখা যায়।

زَيْدٌ قَائِمٌ وَاللّٰهِ
↓ মূলে ছিল
وَاللّٰهِ لَقَائِمٌ زَيْدٌ

قَامَ زَيْدٌ وَاللّٰهِ
↓ মূলে ছিল।
وَاللّٰهِ لَقَامَ زَيْدٌ

* যদি قسم টি جواب এর মধ্যস্থলে হয়, তখনও তা বিলুপ্ত করা যায়।

زَيْدٌ وَاللّٰهِ قَائِمٌ
↓
وَاللّٰهِ لَزَيْد قَائِم

قَامَ وَاللّٰهِ زَيْدٌ
↓
وَاللّٰهِ لَقَامَ زَيْدٌ

(১২) عَنْ

(ক) অতিক্রম করার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- অপসারণ অর্থে।

رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ اِلَى الصَّيْدِ

আমি ধনুক থেকে শিকারী প্রাণির প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছি।

جَلَوْتُ عن بَلَدِ الظالم وَرَغِبْتُ عَنِ الاقامة فِيْهِ

আমি অত্যাচারী জালিম শহর হতে দূরে সরে আসলাম এবং তথায় অবস্থান করতে ত্যাগ করলাম।

(১৩) عَلَىٰ

(ক) উপরে হওয়ার অর্থে প্রকাশ করে।

زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ

যায়েদ ছাদের উপরে।

(খ) কখনো কখনো عَنْ এবং عَلَى এ দুটি বর্ণ اسم হয়, যদি এদের পূর্বে مِنْ আসে

جَلَسْتُ مِنْ عَنْ يَمِيْنِهِ

আমি তার ডান দিকে বসলাম

نَزَلْتُ مِنْ عَلَى الْفَرَسِ

আমি ঘোড়ার উপর থেকে অবতরণ করলাম।

(১৪) الكاف

(ক)* উপমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

زَيْدٌ كَعَمْرٍو

(খ) অতিরিক্ত হিসেবে।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

তাঁর মত কিছুই নেই।

(গ) কোন কোন সময় اسم হিসেবে

يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمِ

সে সকল স্ত্রীলোক বিকশিত বরফের মত দাঁত দ্বারা হাসে।

১৩, ১৪ مُذْ ، مُنْذُ

* এ দুটি কালের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(ক) অতীত কালের সূচনা অর্থে,

مَا رَأَيْتُهُ مُذْ رَجَبَ

(খ) বর্তমান কালের ظرف অর্থে।

مَا رَأَيْتُهُ مُذْ شَهْرِنَا ، مُنْذُ يَوْمِنَا

আমি তাকে আমাদের মাস থেকে/দিন থেকে দেখিনি।

[Note: مُذْ ، مُنْذُ জার ও ظرف দুই হিসেবে আসে। যখন ظرف হিসেবে আসে মারফু, ما بعد হয় مبتدا তখন مابعد, যখন জার হয় তখন মাজরুর হয়।] (?)

১৫, ১৬, ১৭ حَاشَا ، خَلَا ، عَدَا

* এ গুলি ইসতিসনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

جاءني القوم خلا زيدٍ

من
إلى
حتى
في
الباء
اللام
رب
واو رب
واو القسم
تاء القسم
باء القسم

} প্রথম ১১ حرف শুধু

عن
على
الكاف
مذ، منذ

} পারে ৪ কখনো حرف, কখনো اسم

حاشا، عدا، خلا → শেষ ৩, কখনো حرف, কখনো فعل.

الحروف المشبهة بالفعل (২)

ছয়টি → إِنَّ , أَنَّ , كَأَنَّ (যেমন যেন) , لٰكِنَّ (কিন্তু) , لَعَلَّ (সম্ভবত) , لَيْتَ (হায়, যদি)

* جملة اسمية এর শুরুতে বসে اسم কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করে।

إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

* কোন কোন সময় এগুলোর সাথে ماء كافّة যুক্ত হয়ে উক্ত আমল করা থেকে বিরত রাখে।

إِنَّمَا قَامَ زَيْدٌ.

* إِنَّ, বাক্যের অর্থকে পরিবর্তন করে না, বরং অর্থকে আরো মজবুত করে। আর أَنَّ এর পরবর্তী اسم ও خبر সহকারে مفرد এর অর্থে পরিণত হয়। এ জন্য বাক্যের শুরুতে أَنَّ আসা (واجب)

ক) قول এর পরে إِنَّ আসে।

يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

খ) اسم موصول এর পরে إِنَّ আসে।

مَا رَأَيْتُ الَّذِي إِنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ

আমি তাকে দেখিনি যে, তিনি মসজিদে।

Note: → جملة এর স্থানে إِنَّ, এবং مفرد এর স্থানে أَنَّ আসে।

গ) যখন خبر এর শুরুতে لام التاكيد যুক্ত হয়।

إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ

إِنَّ এর ব্যবহারস্থল।

* أَنَّ আসার স্থান:

(ক) খবর অবশ্য অত্যাবশ্যক, যখন فاعل এর স্থানে পতিত হয়,

بَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

(খ) যখন مفعول এর স্থানে পতিত হয়, খবর অত্যাবশ্যক।

كَرِهْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ

নিশ্চয়ই তুমি দন্ডায়মান হবে আমি এটাকে অপছন্দ করি।

(গ) যখন مبتدا এর স্থানে পতিত হয়, খবর অত্যাবশ্যক,

عِنْدِيْ أَنَّكَ قَائِمٌ

(ঘ) যখন مضاف اليه এর স্থানে পতিত হয়, খবর অত্যাবশ্যক।

عَجِبْتُ من طول أَنَّ بكرا قائمٌ

বকরের দন্ডায়মান হওয়ার দীর্ঘস্থায়িত্বের আমি অবাক হয়েছি।

(ঙ) যখন مجرور এর স্থানে পতিত হয়, খবর অত্যাবশ্যক।

عَجِبْتُ من أَنَّ بكرا قائم

যায়েদের দন্ডায়মান হওয়ায় আমি অবাক হয়েছি।

(চ) لَوْ এর পরে আসলে।

لَوْ أَنَّكَ عِنْدَنَا لَأَكْرَمْتُكَ

Note: حرف شرط এর পরে فعل থাকবে, না থাকলে محذوف বের করতে হবে।

(ছ) لَوْلَا এর পরে আসলে।

لَوْ لَا أَنَّهُ حَاضِرٌ لَغَابَ زَيْدٌ

যদি সে উপস্থিত না হতো, তবে অবশ্যই যায়েদ অনুপস্থিত থাকত।

(জ) যখন إِنَّ এর اسم এর উপরে محل এর لفظ অনুসারে رفع এবং نصب উভয় দ্বারা عطف করার সুযোগ থাকে।

إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌو وَعَمْرًا

ঙ) إنّ এর خبر এর পূর্বে لام যুক্ত হওয়ার কারণঃ

* কখনো কখনো إنّ কে সহজ করে পড়তে হয় إنْ । এ অবস্থায় এর خبر এর পূর্বে লাম যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

إنْ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ

* এ অবস্থায় আমল বাতিল করাও বৈধ।

إنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে সমবেতভাবে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে না।

* إنْ مخفّفة এসময় فعل এর পূর্বে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় অবশ্যই মুবতাদা এবং خبر এর পূর্বে প্রবিষ্ট হয়।

وَإنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

وَإنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

* أنْ مخففة : অনুরূপভাবে, أنّ কে কখনও সহজভাবে পড়তে হয়। আর তখন কোন কল্পিত ضمير الشان এর মধ্যে তার আমল আবশ্যক হয়, অতঃপর তা جملة এর পূর্বে প্রবিষ্ট হয়।

بلغني أنْ زيدٌ قائمٌ ← جملة اسمية

بلغني أنْ قدْ قامَ زيدٌ ← جملة فعلية

* আর এটা فعل এর পূর্বে আসলে যেকোন حرف نفي থেকে যেকোন একটি প্রবিষ্ট হওয়া অথবা س/سوف অথবা قد প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

عَلِمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى

(Plural)

আর, এসকল অবস্থায় কল্পিত ضمير شان টি أنْ এর اسم এবং جملة টি তার خبر হবে।

كَأَنَّ → উপমা দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

كَأَنَّ زَيْدًا الأَسَدُ

* كَأَنَّ কে কখনো কখনো সহজ করে পড়া হয় → كَأَنْ, তখন এর আমল বাতিল হয়ে যায়।

كَأَنْ زَيْدٌ أَسَدٌ

لَكِنَّ → পূর্ববর্তী আলোচনায় সৃষ্ট সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এটি পরস্পর বিপরীতার্থক দুটি বাক্যের মধ্যে বসে।

غاب زيدٌ لكنَّ بكرًا حاضرٌ

ما جاءني القومُ لكنَّ عمرًوا جاءَ

* এর পূর্বে واو যুক্ত হওয়া রয়েছে।

قام زيدٌ ولكنَّ عمروا قاعدٌ

* কোন কোন সময় لَكِنَّ কে সহজ করে পড়া হয়, তখন এর আমল বাতিল হয়ে যায়।

مَشَى زَيْدٌ لَكِنْ بَكْرٌ قاعدٌ عندنا

لَيْتَ → আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

لَيْتَ هندا عندنا

হিন্দা যদি আমাদের কাছে থাকত।

ইমাম ফাররা(র) لَيْتَ زيدا قائما → এমন বাক্যকে সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে لَيْتَ টি أَتَمَنَّى অর্থে ব্যবহৃত হবে।

لَعَلَّ ⟶ আশা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُم

لعل اللهُ يَرْزُقُنِى صلاحا

* لَعَلَّ কোন কোন সময় حرف جار হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। (অত্যন্ত বিরল)

لَعَلَّ زَيْدٍ قَائِمٌ

Note: لَيْتَ সম্ভব-অসম্ভব সকল প্রকার কামনার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে لَعَلَّ কেবলমাত্র সম্ভব বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়।

حروف العطف (৩)

১০টি : واو — أمَّا (হয়তো)
الفاء (অতঃপর) — أَمْ (অথবা)
ثُمَّ — لَا (না)
حَتّٰى (এমনকি) — بَلْ (বরং)
أَوْ — لٰكِنْ (কিন্তু,তবে)

(ক) واو : সার্বিকভাবে একত্রিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

جاءني زيدٌ و عمرٌو

(খ) الفاء : বিরামহীন ক্রমধারা বুঝায়।

قام زيد فعمرو

যায়েদ দন্ডায়মান হয়েছে অতঃপর আমর দন্ডায়মান হয়েছে।

(গ) ثُمَّ : বিরতিসহ ক্রমধারা বুঝায়।

دخل زيد ثم عمرو

যায়েদ প্রবেশ করেছে অতঃপর (একটু পর) আমর প্রবেশ করেছে।

(ঘ) حَتّٰى : * এটি ক্রমধারা এবং বিরতির ক্ষেত্রে ثُمَّ - এর মতই, কিন্তু এর বিরতি ثُمَّ এর বিরতি থেকে অপেক্ষাকৃত কম।

* এর معطوف টি معطوف عليه এর শ্রেণীভুক্ত হওয়া শর্ত।

* حتّٰى , معطوف এর মধ্যে জোর প্রদান করে।

مَاتَ النَّاسُ حتّٰى الانبياءُ

মানুষেরা মারা গেছে এমনকি নবীগণও।

* অথবা, معطوف এ দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

قَدِمَ الحُجَّاجُ حتّٰى المشاةُ

হাজীরা এসেছে এমনকি পদব্রজে গমনকারীরাও।

Note: حتى عاطفة → عموم এর অর্থ দেয়। (উদা:)
حتى عاطفة → এর পরে جار এর অর্থ ব্যবহৃত।

৬ ৭ ৮ او , ام , إمّا

أَوْ → مررتُ بِرجلٍ أوْ إمرأةٍ
আমি একজন পুরুষ অথবা একজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি।

إمّا → إمّا নিয়ে নাহুবিদদের মতানৈক্য আছে।

* إمّا টি حرف عطف হবে যদি এর পূর্বে দ্বিতীয় কোন إمّا থাকে।

العدد إمّا زوجٌ وإمّا فردٌ
সংখ্যা জোড় হবে অথবা বিজোড় হবে।

* إمّا টি أو এর পূর্বে আসার সম্ভব,

زَيْدٌ إمّا كاتبٌ أوْ أُمِّيٌّ
যায়েদ হয়তো লেখক নতুবা নিরক্ষর।

أمْ: → أمْ ২ প্রকার:

① أمْ متصلة : উহাকে বলা হয় যার দ্বারা ২টি জিনিসের যে কোন একটিকে নির্ধারিত করার জন্য প্রশ্ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী ২টি বিষয়ের একটিকে অনির্ধারিতভাবে জানে।

ام متصلة → ৩টি শর্তে عطف রূপে ব্যবহৃত হয় →

① এর পূর্বে همزة الاستفهام হওয়া। একটি প্রকাশ্য থেকে কিংবা অপ্রকাশ্য থেকে।

أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أمْ عَمْرٌو
যায়েদ না আমর তোমার কাছে?

② أَمْ এর সাথে ও দ্বিতীয় শব্দ যুক্ত হয় হবে সমতুল্য همزة الاستفهام এর সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি হামযার সাথে اسم যুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে أَمْ এর সাথেও اسم যুক্ত হবে।

أَخَالِدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو ؟

যদি হামযার সাথে فعل যুক্ত হয়, তাহলে أَمْ এর সাথেও فعل যুক্ত হবে।

أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ قَعَدَ ؟

③ দুটি সমান সমান বিষয়ের যে কোন একটি নির্ধারিত হবে এবং প্রশ্ন করার হবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট করার জন্য। তাইতো এ ক্ষেত্রে نَعَمْ বা لَا দ্বারা উত্তর দেওয়া সমীচীন নেই। বরং নির্দিষ্ট করে বলতে হবে।

Note: আর যদি أَوْ অথবা أَمَّا দ্বারা প্রশ্ন করা হয়, তবে তার جواب হবে نَعَمْ বা لَا দ্বারা।

২য় প্রকার: أَمْ مُنْقَطِعَة :→ যা হামযা ও بَلْ এর সম্মিলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, প্রথম বিষয় হতে বিপরীত মনোভাব নিয়ে দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন→ এক ব্যক্তি দূর থেকে একটি আকৃতি দেখে উহাকে উট মনে অবলোকন হয়ে বললেন "إِنَّهَا لَإِبِلٌ"। অতঃপর তার ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং সে উহাকে একটি বকরি বলে সন্দেহ করল। সন্দেহের কারণে সে তার প্রথম মত থেকে বিমুখ হয়ে বললেন, أَمْ هِيَ شَاةٌ (বরং তা কি একটি বকরী)। সুতরাং, এখানে أَمْ টি হামযা এবং بَلْ এর সম্মিলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

* أَمْ مُنْقَطِعَة টি خبر ব্যতীত অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না।

(৫) لَا :- لَا বর্ণটি প্রথম বিষয়ের জন্য যা সাব্যস্ত হয়েছে, তা দ্বিতীয়টি থেকে نفي করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

جَاءَنِي زَيْدٌ لَا عَمْرٌو

(৬) بَلْ :→ প্রথম বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়টির জন্য হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو → আমার কাছে যায়েদ নয়, বরং আমর এসেছে।

(৩) لٰكِنْ :→ সন্দেহ নিরসনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তার পূর্বে نفي হবে অথবা (অনাবশ্যক)।

ما جاءني زيدٌ لٰكِنْ عمرو جاءَ

অথবা, তার পরে نفي (অনাবশ্যক)।

قَامَ بَكْرٌ لٰكِنْ خالد لَمْ يَقُمْ

বকর দন্ডায়মান হয়েছে, কিন্তু খালিদ হয় নি।

حروف التّنبيه (৪)

৩টি → ها, ألا, أمَا

* সম্বোধিত ব্যক্তিকে সতর্ক করবার জন্য গঠিত করা হয়েছে।

* ألا, أمَا → বাক্যের পূর্বে আসে। তাই اسمية হোক বা فعلية হোক।

* ها → مفرد, جملة উভয়েতেই দাখিল হয়।

ها زيد قائم

ها إفْعَلْ هٰذا (সাবধান! এরূপ কাজ কর)

هٰذَا, هٰؤُلَاءِ (উভয়)

حروف النداء (৫)

৫টি → يا, ايا, هَيَا, أيْ, الهمزة المفتوحة।

أيا, هيا → দূরের জন্য

أيْ, الهمزة المفتوحة → কাছের বস্তুর জন্য

يا → যে কোনো ক্ষেত্রে।

حروف الإيجاب (৬)

ستة ← نعم ، بَلٰى ، أَجَلْ ، جَيْرِ ، إِنَّ ، أَيْ

(ক) نعم : اجاء زيد ؟ ← نعم
اما جاء زيد ؟ ← نعم

(খ) بَلٰى : প্রশ্নবোধক বর্ণ দ্বারা না-বোধক বাক্যকে হ্যাঁ-বোধক করার অর্থে (ব্যবহার করার জন্য) নির্দিষ্ট।

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى
আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো হ্যাঁ।

* الجملة الخبرية এর মাধ্যমে না বোধক বাক্যকে হ্যাঁবোধক করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ ؟ - بَلٰى

(গ) أَيْ : প্রশ্নবোধক বাক্যের পরে হ্যাঁ বোধক প্রত্যুত্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এর পর قسم থাকবে অত্যাবশ্যক।

هل كان كذا
এরূপ কি ছিল?
اي والله

(ঘ)(ঙ)(চ) ← أَجَلْ ، جير ، إِنَّ ← খবরকে সত্যায়ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

جاء زيدٌ ← اجل / جير / إنَّ

حروف الزيادة (৭)

৭টি → كَ ، لَامْ ، بَاء ، مِنْ ، لَا ، مَا ، إِنْ ، أَنْ

* إِنْ : * إِنْ, যেটি ما نافية এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ

যায়েদ দণ্ডায়মান নয়।

* ما مصدرية এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

اِنْتَظِرْ مَا إِنْ يَجْلِسُ الْأَمِيْرُ

নেতা বসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

* لَمَّا এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

لَمَّا إِنْ جَلَسْتَ جَلَسْتُ

তুমি যদি বস তবে আমিও বসবো।

* أَنْ : → * لَمَّا এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْر

সুতরাং যখন সুসংবাদদাতা আসলো।

* لَوْ ও তার পূর্বে ব্যবহৃত قسم এর মাঝেও অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

وَاللهِ أَنْ لَوْ قُمْتَ قُمْتُ

আল্লাহর শপথ! তুমি দাঁড়ালে আমিও দাঁড়াবো।

* مَا : → إِذْ ، أَنَّى ، أَيْنَ ، إِذَا ، مَتَى এবং শর্তের إِنْ এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

إِذَا مَا صُمْتَ صُمْتُ

* এমনিভাবে কিছু حرف جار এর পরে مَا অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

كَمَا ، مِمَّا ، عَمَّا ، فِيْمَا

* لا :- لا , نفي এর পর ওয়াও এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ما جاءني زيدٌ ولا عمرٌو

* مصدرية أنْ এর পরেও অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ما مَنَعَكَ أنْ لا تَسْجُدَ

* قسم এর পূর্বেও তা অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

لا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ

* مِنْ , باء , كاف → পূর্বে আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

حرفا التفسير (৮)

২টি → أيْ , أنْ (অর্থাৎ)

* أنْ দ্বারা এমন فعل এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় যা قول এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

وَنَادَيْنَاهُ أنْ يَا إِبْرَاهِيمُ

আর আমি তাকে ডেকে বললাম যে হে ইবরাহীম!

* সুতরাং, বলা যাবে না → قُلْتُ لَهُ أنِ اكْتُبْ, কেননা তা قول এর শাব্দিক রূপ নয়।

حروف المصدر (৯)

৩টি → ما, أنْ, أنَّ।

* ما, أنْ → جملة فعلية এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

আর দুনিয়া তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেছে তা সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও।

* أنَّ → جملة اسمية এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

عَلِمْتُ أنَّكَ قَائِمٌ

Note: * ماضى فعل যখন حال হয়, তখন قد সাধারণত মুকাদ্দার থাকবে।

* معرفة এর পর فعل আসলে → তার পরে حال হবে।

(20) حروف التحضيض

উদ্বুদ্ধকরণ বর্ণ

৪টি → هَلَّا , أَلَّا , لَوْلَا , لَوْمَا

(ক) সর্বদা جملة-র শুরুতে আসবে।

(খ) فعل مضارع এর পূর্বে আসলে তার অর্থ হয় উৎসাহ দান করা।

(গ) فعل ماضي এর পূর্বে আসলে এর অর্থ হয় তিরস্কার করা,

هلا تأكل

খাচ্ছো না যে, খাও-খাও।

هلا ضربت زيدا

যায়েদকে মারলে না কেন?

(ঘ) এগুলো فعل ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রবিষ্ট হয় না।

(ঙ) আর যদি এগুলোর পরে কোন اسم থাকে, তবে সেক্ষেত্রে একটি فعل উহ্য থেকে উৎসাহ প্রদানের অর্থ হবে। প্রহারকারীর ক্ষোভও বলা যায় →

هَلَّا زَيْدًا

যায়েদকে কেন মারলে না?

(চ) لَوْلَا এর অন্য একটি অর্থ আছে। তা হল امتناع বা বিরত রাখা। لَوْلَا এর পরের দুটি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যটির উপস্থিতির কারণে দ্বিতীয় বাক্যটির সংঘটন অসম্ভব হওয়া।

لَوْلَا علي (موجود) لَهَلَكَ عُمَرُ

যদি আলী (রাঃ) না থাকত, তবে উমার (রাঃ) ধ্বংস হয়ে যেত।

এ বাক্য ২টির প্রথমটি সর্বদাই جملة اسمية হবে।

حرف التوقع (১১)

আলোচনাটির অধ্যায়।

قَدْ

(ক) * ماضي فعل কে حال এর নিকটবর্তী করার জন্য ماضي এর উপর ব্যবহৃত হয়।

قَدْ رَكِبَ الامير

নেতা আরোহন করেছে। (অল্পক্ষণ পূর্বে)

অতএব, এ কারণে একে حرف تقريب বলেও নামকরণ করা হয়েছে।

(খ) * কখনো কখনো এটি تاكيد এর জন্য আসে।

هل قام زيد ← যায়েদ কি দন্ডায়মান হয়েছে?

قد قام زيد ← যায়েদ অবশ্যই দন্ডায়মান হয়েছে।

(গ) অল্প পরিমাণ বুঝানোর জন্য فعل مضارع এর উপরে ব্যবহৃত হয়।

إِنَّ الكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ

মিথ্যুক কখনো কখনো সত্য কথাও বলে।

إِنَّ الجَوَّادَ قَدْ يَبْخَلُ

দানশীলও মাঝেমাঝে কৃপণতাও করে থাকে।

(ঘ) تحقيق বা নিশ্চয়তার জন্য ব্যবহৃত হয়,

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ المُعَوِّقِيْنَ

(ঙ) আর নিদর্শন পাওয়া গেলে কখনো কখনো قد এর পরে فعل উহ্য থাকে।

حرفا الاستفهام (12)

২টি → الهمزة , هَلْ.

* কালামের শুরুতে আসে جملة -র পূর্বে।

أزيد قائم → جملة اسمية

هل قام زيد → جملة فعلية

* এদের প্রয়োগ অধিকাংশ সময় جملة فعلية এর পূর্বে প্রবিষ্ট হয়, কেননা فعل দ্বারা প্রশ্ন করা উত্তম।

* হামযা প্রবিষ্ট হয় এমন স্থানে যেখানে هل প্রবিষ্ট হওয়া জায়েয নেই।

همزة আসার ৪টি স্থান → যেখানে هل আসা জায়েয নাই :

(১) جملة اسمية এর খবরটি فعل হয় → أَزيدا ضَرَبْتَ

(২) استفهام انكارى : অস্বীকারমূলক প্রশ্নবোধকের জন্য همزة নেওয়া হয়।

أَتَضْرِبُ زيدا و هو اخوك

↓

واو حالية

তুমি কি যায়েদকে প্রহার করছ যে তোমার ভাই ?

(৩) أمْ متصلة : أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أمْ عمرو

(৪) حروف العطف : أَثُمَّ اذا ما وَقَعَ - أَفَمَنْ كان - أَوَمَنْ كان

[Note: هَلْ এর পর فعل আসতে হবে যদি কালামে موجود থাকে (قد এর মত)]

আর, এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা আছে।

حروف الشرط (৩৬)

৩টি → إنْ , لَوْ , أَمَّا

* বাক্যের শীর্ষে বসে।
* এ গুলোর প্রত্যেকটি ২টি বাক্যের শীর্ষে বসে। সেই বাক্য ২টি جملة اسمية হোক বা فعلية, বা একটি جملة اسمية এবং অপরটি فعلية.

* إنْ : ভবিষ্যৎকাল বুঝায়, যদিও فعل ماضٍ এর পূর্বে আসে।

إنْ زُرْتَنِيْ أَكْرَمْتُكَ,

যদি তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে তা হলে আমি তোমাকে সম্মান করতাম।

* لَوْ : অতীতকাল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যদিও তা فعل مضارع এর পূর্বে আসে।

لَوْ تَزُوْرُنِيْ أَكْرَمْتُكَ

যদি তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে তা হলে আমি তোমাকে সম্মান করতাম,

এ দুটি বর্ণের পর যে কোন একটি فعل প্রকাশ্যে আসবে (অত্যাবশ্যক)। অথবা فعل টি উহ্য থাকবে →

إنْ أَنْتَ زَائِرِيْ فَأَنَا أُكْرِمُكَ,

যদি তুমি আমার সাক্ষাৎকারী হও, তবে আমি তোমাকে সম্মান করবো।

* إنْ, বর্ণটি সন্দেহ-সংশয়মূলক বিষয় ব্যতীত অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় না।

সুতরাং, إن طلعت الشمس أَتَيْتُكَ → যদি সূর্যোদয় হয় তবে আমি তোমার কাছে আসবো।

এটা বলা যাবে না।

إذا طلعت الشمس أَتَيْتُكَ → এটা বলা যাবে।

* لَوْ বর্ণটি প্রথম বাক্য সংঘটিত না হওয়ার কারণে ২য় বাক্য সংঘটিত না হওয়ার উপরে ইংগিত করে।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا

* আর যখন বাক্যের শুরুতে কসম আসে এবং শর্তের পূর্বে হয়, তখন শর্তের বর্ণের পরের ফে'ল অতীতকালীন হওয়া আবশ্যক → (1) শব্দগতভাবে

وَاللهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَأُكْرِمَنَّكَ

আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার কাছে আস, তবে আমি তোমাকে সম্মান করবো।

(2) অর্থগতভাবে

وَاللهِ إِنْ لَمْ تَأْتِنِي لَأَهْجُرَنَّكَ

আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার কাছে না আস, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করবো।

* আর, এক্ষেত্রে ২য় বাক্যটি শব্দগতভাবে جواب قسم হবে। শর্তের جزاء হবে না। আর, এ কারণেই তাতে ঐসব বিষয় বর্তমান থাকা আবশ্যক, যা কসমের জবাবের শুরুতে আবশ্যক। (যেমনঃ لن এর অনুরূপ বিষয়।

* আর কসমটি যদি বাক্যের মাঝে আসে, তবে কসমকে ~~বাতিল~~ ~~করে~~ ~~জাযার~~ ~~হিসেবে~~ ~~দেয়া~~ ~~অবিচ্ছিন্ন~~ জাযার সাথে আমল দেয়ার নিয়ম আছে।

إِنْ أَتَيْتَنِي وَاللهِ لَآتِيَنَّكَ

তুমি আমার কাছে আসলে আল্লাহর কসম আমি তোমার কাছে আসবো।

আর, জাযার সাথে আমল বাতিল হওয়ারও নিয়ম আছে।

إِنْ تَأْتِنِي وَاللهِ آتِكَ

حرف الردع (১৪)

অস্বীকৃতিজ্ঞাপক বর্ণ

১টি → كَلَّا .

(ক) ধমক প্রদানের জন্য।

(খ) কখনো কখনো নির্দেশসূচক বিষয়ের পরেও আসে।

اِضْرِبْ زَيْدًا → যায়েদকে প্রহার কর

كَلَّا → কখনো না।

অর্থাৎ, আমি এটা কখনো করবো না।

(গ) কখনো কখনো حَقًّا (তাকিদ) অর্থে আসে।

كلا سوف تعلمون

এ অবস্থায় كَلَّا হরফের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে এমন اسم হবে যা مبني .

(ঘ) বাক্যের নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য اِنَّ অর্থে আসে / আরম্ভ করার জন্য / সতর্ক

كَلَّا اِنَّ الانسانَ لَيَطْغٰى

সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে।

(ঙ) এটা কখনো শপথের পূর্বে ব্যবহৃত হয় حَقًّا অর্থে।

وَ مَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ كلا و القمرِ

تاء التانيث الساكنة (১৫)

ضَرَبَتْ هند

বই সমাপ্ত

(১৮) اَلتَّنْوِيْنُ

*** তানভীনকে সবমোট ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়:**

(ক) تَمَكُّنٌ : যার এ বিষয় বুঝায় যে, اسم হওয়ার বৈশিষ্ট্যের একটি مُتَمَكِّنٌ অর্থাৎ اسم منصرف। যেমন: زَيْدٌ , رَجُلٌ

(খ) تَنْكِير : যার نَكِرَة যার اسم نكرة এর উপরে আসে, এটি نكرة এবং معرفة এর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। যেমন: صَهٍ → যে কোন সময়ে একেবারে চুপ থাকো।
অপর সাকিনযুক্ত صَهْ শব্দটির অর্থ হলো এখনই চুপ থাকো।

(গ) اَلْعِوَضُ : যা مضاف اليه এর পরিবর্তে সাধারণত: إِذٍ এর উপর এসে থাকে।
يَوْمَئِذٍ → يَوْمَ إِذْ كَانَ كَذَا

عوض আসার শব্দগুলোর সাথে →
① كُلٌّ
② بَعْضٌ
③ أَيٌّ , أَيَّةٌ
④ بعض ظروف → (حِيْنَ , يوم etc.)

(ঘ) مُقَابَلَة : যা جمع مؤنث سالم এর মধ্যে جمع مذكر سالم এর نون এর পরিবর্তে এসে থাকে। → مُسْلِمَاتٌ

(ঙ) تَرَنُّم : কবিতার ছন্দ এবং ছন্দাংশের শেষে যুক্ত হয়।

Note: কোন কোন সময় নামবাচক শব্দ থেকে বর্ণিত তানভীন বিলুপ্ত করা হয়। যখন উহার اِبْنٌ, এবং اِبْنَةٌ, এর موصوف হয় এবং অপর একটি নামবাচক শব্দের প্রতি مُضَاف হয়।

جَاءَنِي زَيْدُ ابْنُ عَمْرٍو هِنْدُ ابْنَةُ بَكْرٍ

زَيْدُ ↓ موصوف
ابْنُ ↓ صفة এবং مضاف
عَمْرٍو ↙ مضاف اليه

(১৭) نون التاكيد → বই দ্রষ্টব্য।